দৈনিক ইনকিলাব 126
তারিখ 15 SEP 1986
পৃষ্ঠা ৭ কলাম

উপজেলা পরিক্রমা

নলছিটি

॥ আঃ কুদ্দুস খান ॥

বৃটিশ আমলের প্রসিদ্ধ বন্দর নলছিটি। সাবেক বরিশাল জেলা এবং বর্তমান ঝালকাঠি জেলার মধ্যভাগে এর অবস্থান। ৯০·৭৮ বর্গমাইল আয়তনে প্রায় দু'লাখ লোকের বাস এখানে। ৯টি ইউনিয়নে ১৫১টি গ্রাম এ উপজেলায়। ঐতিহাসিক 'সুজাবাদ' উপজেলা সদর থেকে মাত্র দেড় মাইল উত্তরে সুগন্ধা নদীর তীরে অবস্থিত। সুপারি, ডাল এবং তেতুল ব্যবসার জন্য আজও নলছিটি প্রসিদ্ধ। দক্ষিণাঞ্চলের অবহেলিত এ উপজেলাটির সমস্যা অনেক বেড়েই চলেছে।

যোগাযোগ

নলছিটি থেকে বাইরে যোগাযোগের একমাত্র ভরসা লঞ্চ। সাবেক বরিশাল জেলা হতে নলছিটি হয়ে বর্তমান ঝালকাঠি জেলার সাথে একটি সড়কপথের ব্যবস্থা থাকলেও কর্তৃপক্ষের অবহেলার জন্য উপজেলাবাসী তা থেকে বঞ্চিত। মাত্র ১৫ মাইল পাকা রাস্তা এবং ৫২৭ মাইল কাঁচা রাস্তা রয়েছে এ উপজেলায়। বর্ষাকালে কাঁচা রাস্তাগুলোর অবস্থা করুণ হয়ে পড়ে।

শিক্ষা

উপজেলা সদরে একটি কলেজসহ ৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৭টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১১৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৬টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৮টি মাদ্রাসা এবং ১৪০টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা রয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে সমস্যার অন্ত নেই। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক অনেক কম। এছাড়া এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোর অবস্থা খুবই করুণ। এক একটি এবতেদায়ী মাদ্রাসায় ৪ জন করে শিক্ষক রয়েছে।

জনস্বাস্থ্য

উপজেলার স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি দীর্ঘ দিন নানা সমস্যায় জর্জরিত। নিয়মিত ওষুধ পাওয়া যায় না এবং রোগীর খাওয়ার মান খুবই নিম্ন। সমস্ত উপজেলায় মোট ৭১টি গভীর এবং ৮৮০টি অগভীর নলকূপ রয়েছে। অগভীর নলকূপগুলো প্রায় ৮০ ভাগই অকেজো। বন্দরের হোটেল এবং চায়ের দোকানগুলোর পরিবেশ খুবই নোংরা।

হাটবাজার

৩টি গরু হাটসহ মোট ৩৫টি হাটবাজার রয়েছে এ উপজেলায়। এর কোনটিতে সপ্তাহে দু'বার আবার কোনটিতে সপ্তাহে একবার হাট বসে। এ সব হাটবাজারগুলো বর্ষা মওসুমে খুবই করুণ অবস্থায় থাকে। উল্লেখ্যযোগ্য হাটবাজারগুলো হলো বোয়লিয়া, তালতলা, নাচনমহল, টেকেরহাট, আমিরাবাদ ইত্যাদি।

কৃষি

ধান, ডাল, মরিচ, সুপারি এবং তেঁতুল এ উপজেলার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। বৃষ্টি এবং জোয়ারের পানির উপর নির্ভর করে উৎপাদন। মোট কৃষি জমি ৩৯,৩৩৫ একর।

বিদ্যুৎ

এই আসে, এই যায়-এ হল নলছিটির বিদ্যুৎ ব্যবস্থা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ না থাকা একটি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া বন্দরের রাস্তায় কোন বাতির ব্যবস্থা না থাকায় পথচারীদের পথ চলতে রাতের বেলা খুব কষ্ট হয়। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে ছোট ছোট কলকারখানা, অফিস আদালত এবং দোকানপাটের অসুবিধা হচ্ছে।

বিভিন্ন তথ্য

শিক্ষিতের হার ২৫%, লোক সংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৯%, বেকার ২৫৭৩ জন, চৌকিদার ১২০ জন, তহশিল অফিস ৫টি, ডাকঘর ২৮টি, ব্যাংক ৫টি, গুদাম ৩টি, ডাকবাংলা ১টি ইউনিয়ন ৯টি হলো (১) নমুল্লাবাদ, (২) মগর, (৩) কুলকাঠী, (৪) রানাপাশা, (৫) সুবিদপুর (৬) কুশঙ্গল, (৭) বৈচণ্ডী (নলছিটি), (৮) সিদ্ধকারী (৯) দপদপিয়া।